দৈনিক
ইনকিলাব

17 MAY 2008

জবিতে সেশনজট বেড়েই চলছে শিক্ষক কম শ্রেণীকক্ষের সংকট ও

সঠিক সময় পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে না

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

শিক্ষকের অভাব, ক্লাসরুম সংকট এবং সঠিক সময়ে পরীক্ষা না নেয়াসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অনিয়ম এবং অবহেলার ফলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট ক্রমেই বেড়ে চলছে। বিশেষ করে ব্যবসা শিক্ষা অনুষদ ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ এবং কলা অনুষদে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। নির্ধারিত নিয়মে ক্লাস ইনকোর্স পরীক্ষা মিডটার্ম এবং ব্যবহারিক কোর্স সম্পন্ন হলেও কর্তৃপক্ষের একত্রীকরণ নীতির ফলে পরীক্ষা দিতে পারছে না সংশ্লিষ্ট অনুষদের একাধিক ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার ১০ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল উত্তাল। প্রায় কয়েকশ' সাধারণ শিক্ষার্থী মিছিল বের পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে তারা। পরে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খানকে সরাসরি ১০ দফা দাবী সংবলিত একটি স্মারকলিপি দেয়। দাবীগুলোর মধ্যে রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সেমিস্টার সিস্টেমের বিধি অনুসরণ করা, পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নের সুযোগ, শিক্ষক ও ক্লাস সঙ্কট নিরসন, প্রতিটি বিভাগের স্বায়ত্তশাসন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোর্স ও পরীক্ষা সম্পন্ন। দাবীগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে শিক্ষার্থীরা আরো কঠোর আন্দোলনে যাবে বলে হুমকি দিয়েছে।

জানা গেছে, ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সেমিস্টার কার্যক্রম শুরু হয় কিন্তু অন্যান্য অনুষদে ক্লাস চালু থাকলেও শিক্ষক সংকটসহ পুরাতন শিক্ষার্থীদের বিবিএ কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে আন্দোলন চলায় নতুন বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। এতে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হলেও আজও পায়নি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার। ফলে সাফ ও ভাঙ্গল লাঠি ও ভেঙ্গেছে। একাধিক আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা যেমনি ক্ষতির মধ্যে পড়েছে। তেমনি নবাগত শিক্ষার্থীরাও পড়েছে সেশনজটের কবলে। যার দরুণ চার-পাঁচ মাস বসে থাকতে হয় তাদের। এরপর ক্লাস শুরু হলেও প্রতি সেমিস্টারের জন্য নির্ধারিত ছয় মাসের পরিবর্তে আট-নয় মাসেও সেমিস্টার শেষ হচ্ছে না। বিবিএ ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের প্রায় ক্লাস শেষ হলেও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কারণে পরীক্ষা দিতে দেরি হচ্ছে। এমনকি ক্লাস শেষ করেও শুধু পরীক্ষা না নেয়ার কারণে প্রায় দুই-তিন মাস বসে থাকতে হয়েছে শিক্ষার্থীদের। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কোর্স শেষ করার নির্ধারিত চার বছর শেষ হয়ে গেলেও সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিষয়ের শিক্ষার্থীরাসহ অন্যান্য অনুষদের শিক্ষার্থীরা এখনো মাঝপথে বসে আছে। অথচ তাদের সাথে একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বিসিএস পরীক্ষাসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তখনও মাঝপথে বসে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক জানান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা শাখা তাদের সুবিধার্থে সব অনুষদের সব শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা কার্যক্রম একই সঙ্গে শুরু করে। কিন্তু অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তা না করায় তাদের সেশনজট তুলনামূলক কম।